তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

দৈনিক
ইত্তেফাক

"শিক্ষার মানোন্নয়নে এমসিকিউ উঠিয়ে দেয়াটা সমাধান নয়"

মো. শাহজাহান, কন্ট্রোলার অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

গত মঙ্গলবারের পর

আলোচনার সুবিধার জন্য একই বিষয়ের ৩৪ এবং ৩৫নং ক্রমিকের প্রশ্ন ২টি এখানে সংযোজন করা যায়।

৩৪) গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কী?
ক. জনগণ খ. ভোটার
গ. নির্বাচন গ. রাজনৈতিক দল

৩৫) অর্থনীতির ভাষায় নিচের কোনটি সম্পদ?
ক. ফসলী জমি
খ. কালিবিহীন কলম
গ. সূর্যের আলো ঘ. নদীর পানি

এ দুটি প্রশ্নের কোনটির উত্তরই মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে করা যাবে না। কেননা পাঠ্যপুস্তকের কোথাও গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কী এর উত্তর লিখিত নেই। গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে জনগণ, ভোটার, রাজনৈতিক দলের সাথে পরিচিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থী এরূপ অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বুঝতে সক্ষম হয় যে-ক, খ ও ঘ এ তিনটি বিকল্প উত্তর কিন্তু নির্বাচনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাহলেই কেবল সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিতে সক্ষম হবে।

৩৫নং প্রশ্নটি সম্পদ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। সঠিক উত্তরটি পাঠ্যপুস্তকে লিখিত নেই। তবে সম্পদের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত আছে এবং এর সাথে দু'একটি বাস্তব উদাহরণ যুক্ত করে দেখানো হয়েছে। অতএব সম্পদের ৪টি বৈশিষ্ট্যের সবকয়টি বৈশিষ্ট্য কোন বিকল্প উত্তরটির ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে তা মিলাতে পারলেই সঠিক উত্তর করা যাবে। সুতরাং বলা যায় যে, এমসিকিউ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা মাপা যায়।

মূল পাঠ্যপুস্তকের আদ্যোপ্রান্ত না পড়ে সবকয়টি এমসিকিউর উত্তর করা যায়ঃ এ প্রসঙ্গটিও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের বিচারে সুরাহা করা যায়। উক্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মোট অধ্যায় সংখ্যা ১৫টি। পাঠ্যপুস্তকের সব কয়টি অধ্যায় থেকে যৌক্তিক সংখ্যক এমসিকিউ গঠন করে ঢাকা বোর্ডের বিগত এসএসসি পরীক্ষার এমসিকিউ প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। প্রশ্ন প্রণেতা ও মডারেটরদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের পঠিত মূল পাঠ্যপুস্তকটি অবলম্বনে এমসিকিউ প্রশ্ন আইটেম তৈরি হয়। এ তৈরিকৃত এমসিকিউ সর্বোচ্চ ৪০% মুখস্থ বিদ্যা থেকে উত্তর করতে পারলেও অধিকাংশ প্রশ্ন শিক্ষার্থী নিজের মেধা ও প্রতিভা খাটিয়ে উত্তর দিতে হয়। এ প্রকৃত সত্য বাস্তব কোনো পরিস্থিতির কারণে আড়াল করলে কাম্য সমাধান আসবে না। অন্য কোন কারণে একটি কার্যকর, পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত এবং শিক্ষার্থী বান্ধব প্রশ্নপদ্ধতিকে একবারে বাদ দেওয়া সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। যদি কোনভাবে মনে হয় এমসিকিউ প্রশ্নের ব্যবহার হওয়াতে শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি নম্বর পেয়ে যাচ্ছে তবে সেটা যাচাই করে দেখা দরকার।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন আইটেম এর পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়নের অবকাশ আছে। সৃজনশীল প্রশ্ন অপেক্ষা শিক্ষার্থীরা এমসিকিউ প্রশ্নপত্রে অধিক নম্বর পাচ্ছে কিনা, সেটাও বোর্ডগুলোর বিগত বছরের ফলাফলের স্কোর পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আর যদি এমসিকিউ প্রশ্ন আইটেম তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার অভাবকে বার বার টেনে আনা হয় তাহলে বলতে হবে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্বে যে ধরনের প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তিত ছিল তখনো কিন্তু শিক্ষকরা অনেকেই নিজ থেকে প্রশ্ন আইটেম তৈরি না করে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন থেকে তার বিবেচনায় উত্তর প্রশ্নগুলো নির্বাচন করে শুধু একটি সংকলন আকারে পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করে জমা দিত। আর সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির সুবাধে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা অন্তত শিক্ষক নিজ থেকে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন করার একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে।

এখন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ শিক্ষকদের তৈরি করা প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণে কড়াকড়ি আরোপ করা দরকার। এমসিকিউ সৃজনশীল প্রশ্নের তুলনায় আরো কোনো কার্যকর প্রশ্নপদ্ধতি উদ্ভাবন করা দরকার এবং তা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ধাপে ধাপে এমসিকিউ এবং সিকিউ প্রশ্নের ব্যবহার কমিয়ে আনা যেতে পারে। এর সাথে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান প্রসূত ঘটনাবলির অবসানে রাজনৈতিক অঙ্গিকার এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধে সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।